বিশ্ব খাদ্য দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১৬ অক্টোবর ২০০৩

প্রযুক্তি ও কৃষিতে বর্তমান যুগের অসামান্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ক্ষুধার ন্যায় প্রাচীন ও অসহনীয় যন্ত্রণা এখনও আামদের মাঝে বিদ্যমান। এখনও দৈনিক ৮৪ কোটি মানুষ পর্যাপ্ত খেতে পায়না; দক্ষিণ এশিয়ায় চার জনের একজন ক্ষুধার্ত। আর সাবসাহারান আফ্রিকায় এর মাত্রা বেড়ে গিয়ে প্রতি তিন জনের একজন হয।

ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যের অন্যতম। ২০১৫ নাগাদ 'ক্ষুধার্ত এবং দৈনিক এক ডলারের কম উপার্জন করে এমন লোকের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনতে সহস্রাব্দ ঘোষণায় আহবান জানানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনেও ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত জনগণের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার আহবান জানানো হয় - যে লক্ষ্য পাচ বছর পর অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনেও পূণর্ঘোষিত হয়।

এ লক্ষ্যসমূহ কঠিন এবং তা অর্জনের জন্য আর মাত্র ১২ বছর অবশিষ্ট আছে, তারপরও এগুলো অর্জনযোগ্য।
এ লক্ষ্যসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও এবং খাদ্য বন্টন ব্যবস্থার উন্নয়ণের দাবি রাখে। পাশাপাশি অন্যান্য সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনেও এগুলো প্রয়োজন, কেননা খাদ্য নিরাপত্তার সাথে শিক্ষা, লিঙ্গ-সমতা, পয়ো:নিষ্কাশণ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি জড়িত।

এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আমাদেরকে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই লক্ষ্যসমূহ তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা 'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মৈত্রিতে' সত্যিকারভাবে অগ্রসর হব। যে মৈত্রি সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, ব্যক্তিগত খাত, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিকে অর্ন্তভূক্ত করবে। অবশ্য উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্যের অন্যতম একটি লক্ষ্য।
ব্যাপক মাত্রার ক্ষুধা মানবিক মর্যাদার পক্ষে অপমান স্বরুপ এবং মানব চৈতণ্যে তা নাড়া দেওয়া উচিত। আমাদের পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র নিবারণের প্রতিশ্রুতির কথা জাতিসংঘ স্মরণ করে। তাই জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সকল অংশীদারগণকে রাজনৈতিক ইচ্ছা, সম্পদ এবং বিশেষজ্ঞদের মাঝে সমন্বয় সাধনের আহবান জানাই - ক্ষুধার বিরূদ্ধে সংগ্রামের জন্য যা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, যে সংগ্রাম বিশ্বের যে কোন কাজের চাইতে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

** *** **